দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..28 OCT 2007...
পৃঃ ৭ কলাম ৭.....

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ধীর গতি ॥ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বেড়েছে

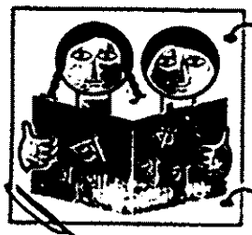

বিদেশী অর্থ ও পরামর্শ নির্ভরতায় স্থানীয় বাস্তবতা উপেক্ষিত : অধ্যাপক মোজাফফর

॥ নিজামুল হক ॥

মেয়াদের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে আছে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২)। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। আশংকা করা হচ্ছে, যে গতিতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচির সময়সীমা ২০০৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও পরে তা ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ১১টি উন্নয়ন সহযোগী (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

সংস্থার সহায়তায় ৪ হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার ৬ বছর মেয়াদী দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি (পিইডিপি-২) নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। আগামীকাল সোমবার থেকে সরকারের এই কর্মসূচির মধ্যবর্তী পর্যালোচনা শুরু হবে।

সাংগঠনিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের মান উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমতা ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শূন্য পদ পূরণ এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেনি। তাছাড়া প্রাইমারি স্কুল কোয়ালিটি লেভেলের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির তেমন উদ্যোগ নেই।

অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সময়মতো পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে পিইডিপি-২-এর অগ্রগতির মান সে অনুযায়ী বাড়েনি; বরং কিছু ক্ষেত্রে মানের আরো অবনতি হয়েছে। ২০০২ সালে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৩ শতাংশ। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৭ শতাংশ। অবচ শিক্ষার্থী ঝরে পড়াই দেশে মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষার প্রধান বাধা। এছাড়া প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের হার ২০০৩-এ ছিল ৯২ শতাংশ যা ২০০৪-এ নেমে এসেছে ৮৩ শতাংশে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম থাকাই প্রধান কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষার মান এখনো পরিমাপ করা হয়নি যা পিকিউএসএল (প্রাইমারি স্কুল কোয়ালিটি লেভেল) এবং কার্যসম্পাদন সূচক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

আদিবাসী শিশুদের মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করার কথা থাকলেও এখনো তাদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয়হীন পাঠ্যপুস্তক, মাতৃভাষায় শিক্ষা না দেয়া, অপ্রতুল শিক্ষা ব্যবস্থা, জুমচাষের সঙ্গে স্কুল পঞ্জিকার সমন্বয় না থাকাই আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রধান বাধা। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, বিষয়গুলো নিয়ে বার বার তাগিদ দেয়া হলেও সরকার এ পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

পিইডিপি-২ এর সামগ্রিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে একতলা ভবনে হুইল চেয়ারে যাতায়াতের উপায় থাকলেও দ্বিতল ভবনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই। প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কথা বা টয়লেটের কথা বলা হলেও পিইডিপি-২ এর জরিপে দেখা গেছে মাত্র ৩ শতাংশ স্কুলে প্রতিবন্ধীদের জন্য বসার আর ১ শতাংশ স্কুলে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, শিক্ষা দর্শনে আমাদের জাতীয় দর্শনের অভাব রয়েছে। বিদেশী টাকা ও পরামর্শের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের শিক্ষা চেতনা ও পরিকল্পনায় দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোন ছাপ নেই। তিনি এ কর্মসূচির মানোন্নয়নে স্থানীয় বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দেয়ার ওপর জোর দেন।

এছাড়া পিইডিপি-২ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং দাতাগোষ্ঠীর বাইরে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে এ্যাডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্টসহ ১৬টি বেসরকারি সংস্থা। গতকাল শনিবার রাজধানীর রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা উঠে আসে। এছাড়া তারা শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার ওপর জোর দেন।